43

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম 2 ...

মহিলা কলেজে ভর্তির চাপ প্রচণ্ড ॥ ইডেনে ১টি আসনের জন্য প্রার্থী ২৫

আনোয়ার আলদীন ॥ রাজধানীর সরকারী মহিলা কলেজগুলিতে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দেশের সর্ববৃহৎ মহিলা কলেজ ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১টি আসনের জন্য ২৫ জন ছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কলেজে অনার্স শ্রেণীর ১১ শত ৯০টি আসনে ভর্তিচ্ছু ৩০ হাজার ছাত্রীর আবেদনপত্র জমা

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মহিলা কলেজে

(শেষ পৃঃ পর)

পড়িয়াছে। দেশের একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অনার্সের ৩ শত আসনে গত ১৯ দিনে ৫ হাজার ভর্তি ফরম বিক্রি হইয়াছে। এই কলেজে আগামীকাল হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিরতি দিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রয় হইবে। বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের অবস্থাও অনুরূপ।

অতীতে মহিলা কলেজসমূহে কখনই ভর্তির এইরূপ তীব্র চাপ পরিলক্ষিত হয় নাই। এই কলেজগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে না। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হইবে।

ইডেন কলেজে গত ১৪ই জানুয়ারী হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ১১ দিনে ভর্তি ফরম বিক্রয় করা হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ কমাইতে মেধাবীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে এই কলেজে কিছু শর্তারোপ করা হয়। তাহার পরও প্রতিদিন দীর্ঘ লাইন দিয়া ছাত্রী-অভিভাবকরা ভর্তি ফরম ক্রয় করিয়াছে। আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির ফলাফল প্রকাশ করা হইবে।

ইডেনে অনার্সের ১৫টি বিষয়ের মধ্যে বাংলায় ১০০, ইংরেজী ১০০, দর্শন-১০০, অর্থনীতি-১০০, ইতিহাস-১০০, ইসলামের ইতিহাস-১০০, গণিত-১০০, পদার্থবিদ্যা-৬০, মনোবিজ্ঞান-৭০, রসায়ন-৬০, উদ্ভিদ বিজ্ঞান-৬০, জীব বিজ্ঞান-৬০, প্রাণিবিদ্যা-৬০, ব্যবস্থাপনা-৬০ এবং হিসাববিজ্ঞানে ৬০টি আসন রহিয়াছে।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ৫টি বিষয়ে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি করা হইতেছে। এগুলি হইল : পুষ্টি, গৃহব্যবস্থাপনা, ব্যবহারিক শিল্পকলা, বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প এবং শিশু বর্ধন ও পরিচর্যা, ইহার প্রতিটির আসন সংখ্যা ৬০টি করিয়া।

ইডেন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ফরিদুন্নেসার সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, ইডেনে এই ধরনের ভর্তির চাপ অতীতে দেখা যায় নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষিকা জানান, ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের তদবির শুরু হইয়াছে।

মহিলা কলেজগুলিতে এই তীব্র ভর্তির চাপের কারণ সম্পর্কে জানা গিয়াছে, গত কয়েক বছরে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্রীরাই বেশী কৃতকার্য হইতেছে। এই ছাত্রীদের বেশীর ভাগই এখন উচ্চশিক্ষামুখী। কিন্তু ছাত্রী বৃদ্ধির তুলনায় মহিলা কলেজ বাড়ে নাই। ইহা ছাড়া শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নাই।